আনন্দ মেলা

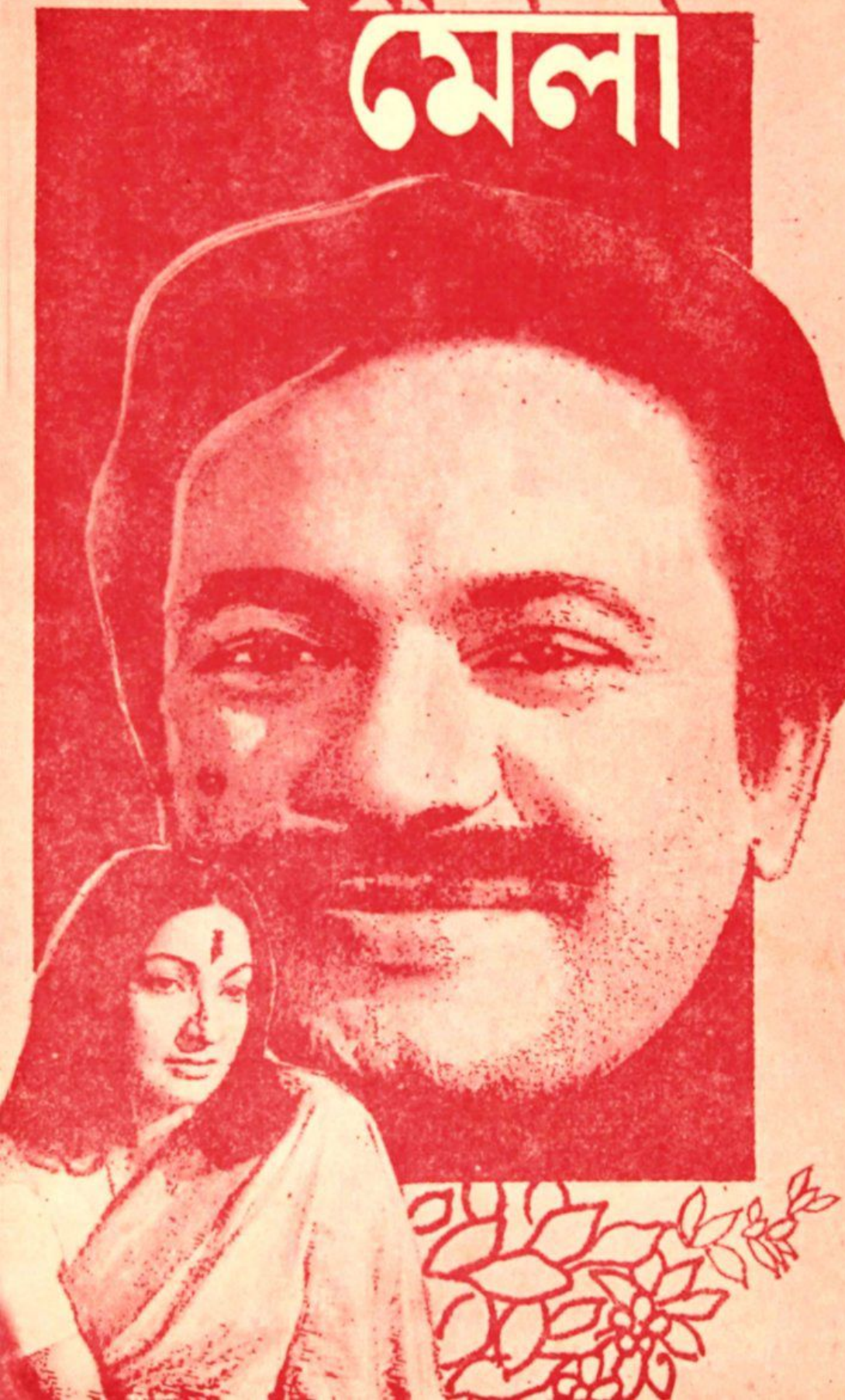

ভরত সমশের জংবাহাদুর রাণা নিবেদিত
কল্পনা চক্রবর্ত্তী, শান্তিময় ব্যানার্জী প্রযোজিত আনন্দ চিত্রের

আনন্দ মেলা

রূপায়নে : **উত্তম কুমার**

আরতি ভট্টাচার্য্য, মহুয়া রায়চৌধুরী, তিলক চক্রবর্তী, অনুপ কুমার, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, তরুণ কুমার, চিন্ময় রায়, জহর রায়, মোহন চ্যাটার্জী, সদানন্দ চক্রবর্তী ও আরো অনেকে।

নৃত্য পরিচালনায় : নরেশ কুমার। নৃত্যে : শেফালী।

কাহিনী : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি. এ, শব্দ যন্ত্রে গৃহীত, অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইষ্টনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিচয় পত্র : চণ্ডী লাহিড়ী

কর্মাধ্যক্ষ : দিবাকর শর্ম্মা। কর্মসচিব : রবীন মুখার্জী

ব্যবস্থাপনা : ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা. সোমনাথ দাস।

সহকারী : গৌর দাস, খোকন দাস।

সহকারী পরিচালনা : জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, রথীশ দে সরকার, সুনীল দাস।

রূপসজ্জা : বসীর আহম্মদ শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র।

দৃশ্য সংগঠন : গোপী সেন।

সংগীত গ্রহণ ও শব্দপূর্ণ যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই।

শব্দ গ্রহণ : জে ডি, ইরানী। সহকারী : সিদ্ধি নাগ।

প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী।

আলোক চিত্র : বিজন ঘোষ। সহযোগী সম্পাদক : সমরেশ বসু।

চিত্র গ্রহণে : পংকজ দাস। সহকারী : স্বপন দত্ত।

পটশিল্পী : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। সাজসজ্জা সরবরাহ : সিনে ড্রেস।

কণ্ঠশিল্পী : মান্না দে, তিলক চক্রবর্তী ও আরতি মুখার্জী।

গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অলোক চক্রবর্ত্তী।

সংগীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ।

চিত্র নাট্য সংলাপ ও পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্ত্তী

বিশ্ব পরিবেশনা : পিয়ালী পিকচার্স।

কাহিনী

বীরভূমের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল সারদা চরণ। যার কথায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। বন্ধু ব্যোমকেশের পরামর্শে বাতের ব্যাথা সারাতে "পঞ্চমকার" বাবার সন্ধানে, সারদা চরণ পাড়ি দিলেন 'আনন্দমেলা'র পথে। বাহন "হর্ণবুল' সাহেবের দেয়া "মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড" গাড়ী—যা চললে থামেনা, আর থামলে চলে না। সংগী ভাগ্নে ও একমাত্র উত্তরাধিকারী তিমির আর সাকরেদ খগা ওরফে ড্রাইভার খগেন।

পথে সুধা ও তাঁর ভাইঝি রীতুর গাড়ীর সংগে সারদা চরণের 'মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড' মুখোমুখী। কিছুটা বচসা—কিছু বিদ্রুপ আর কথা কাটাকাটির মধ্যে একে অন্যের মনদর্পনে প্রতিবিম্বিত।

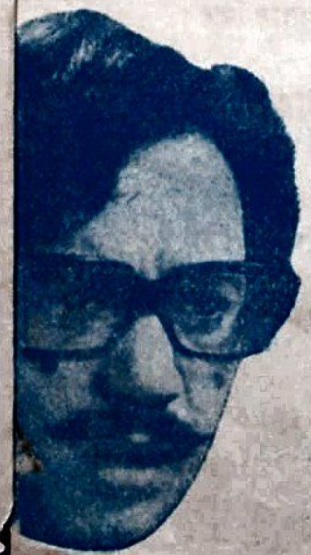

বাবার কৃপায় সারদা চরণ রোগ-মুক্ত হলেন। এদিকে অনুরাগের ছোঁয়ায় প্রৌঢ় সারদা চরণ সুধার সান্নিধ্যে এসে নতুন কিছুর সন্ধান পেলেন। তিমির-রীতুও একে অন্যের মন দেয়া নেয়া সুরু করেছে। যদিও তিমির ব্যোম-কেশের মেয়ের বাগদত্তা। সুধা পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। 'পঞ্চমকার বাবা' ওরফে ছদ্মবেশী জগার কৃপায় একে একে সব বাধা দূর হলো। মানসিক পরিবর্তন হলো সুধার।

তারপর.....

তিমির-রীতু ম্যারেজ রেজেষ্ট্রী অফিসে হাজির।

ঘটনাচক্রে সারদা চরণ ও সুধাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত।

যার পরিণতি মধুরেন সমাপয়েৎ।

গান – ১

শান্ত করতে ভাঙ্গা বুকে
একটু মাল খেয়েছি মনের দুঃখে
আর আমি ব্যাটা পাপের ভাগী তাতে
আপগণ্ড ভণ্ড ভুয়ো
যারা ধন নিয়ে খেলছে জুয়ো
পরম পুরুষ তারাই জগতটাতে
যা বাবা দেখতো ভোঁদা ; এ ভোঁদর
আমার পাদুটো ঠিক আছে তো
চলছে না টলছে টলছে না চলছে
মাথাটা কি মাটির উপর
আর পাদুটো কি শূন্যে ?

তা যদি হয় হয়েছে তা মাল খাওয়ার
এই পুণ্যে
ওদের ঘিরে আছে ভক্ত পাণ্ডা
এদিকে পেটে ঢুকছে মুরগী আণ্ডা
আর ওল্ড স্মাগলার বোতলটি ঠিক হাতে
ওদের মন্ত্র তন্ত্র সবই ধোঁকা
ওরা লোকগুলোকে বানায় বোকা
ওরা মাছ গুলোকে বড়শীতে ঠিক গাঁথে
ধ্যাৎ বক্কা ওরা সাধু সন্তের অপভ্রংশ
এই ওরা নাকি গোসাই বংশ
সিল্ক গেরুয়া বোনা কাশীর তাঁতে
ওরা সাধন করেন পঞ্চম কার
হরিওং আর কীর্তন গান কৃষ্ণ সথার
ওদের দিনের মুখোস যায় যে খুলে রাতে

সংগীত

গান—২

কখন ভাল লাগে
কেন যে ভাল লাগে
কাকে যে ভাল লাগে
কে বলতে পারে।
কেতাবে পড়েছি ফুলেতে মধু থাকে
তাইতো ভ্রমর ফুলকে কাছে ডাকে
আইন মেনেছি আইন জেনেছি
ভালবাসার আইন বুঝিনি এ আগে
বয়স চলে গেলে এ সব বুঝে ফেলে
পড়েছি মুস্কিলে বোঝাবো বলো কারে॥
রঙ্গীন নেশা যে লেগেছে দুটো চোখে
কি জানি প্রেমে পড়ে কি যে করে লোকে
আনাড়ি বলে কি মরছি জ্বলে কি
দিনের আকাশে চাঁদটা দেখি জাগে।

গান—৩

ভূত ভূত ভূতম এই হুতুম প্যাঁচার নক্সা
বেশ জমেছিল রঙ্গ
বেরসিক ঐ পেঁচাটাইতো করলো রসভঙ্গ
এই হুতুম প্যাঁচার নক্সা।
বাপরে বাপরে বাপরে মরছি
কপাল চাপড়ে
অনেক ভাগ্য করলে মেলে
এমন রসের সঙ্গ॥
ও প্যাঁচা তোর মার প্যাঁচাটা নয়
রয়ে সয়েই পাড়তিস্
উড়বি তো ওর একটু পরে
উড়লে তো পারতিস্
রাতটা যাতে লাগে বেশ
এনেছিলাম রাগে বেশ
রাগে ক্ষোভ দুঃখে এখন যাচ্ছে জলে অঙ্গ
বেরসিক ঐ প্যাঁচাটাইতো করলো রসভঙ্গ
এই হুতুম প্যাঁচার নক্সা॥

গান – ৪

বিষ কৌটায় বিষ ছিল না
বিষ ছিল তোমার মনে
ঝাঁপিতে সাপ ছিল না
সাপ ছিল চোখের কোনে।
রূপসী জীপসির ওই নাচেতে
এই বুঝি ঘটে অনাসৃষ্টি
বেদুইন এক চোখে মরুর তৃষা
অন্য চোখেতে ঝরে বৃষ্টি।
বলবে না - গো-বলবো না আজ
কি আছে এ মনে মনে
এই আনন্দ মেলা নাচে রঙ্গীন ঝলকে
এই ঘুরছে নাগর দোলা চোখের পলকে
মরন এতো কাছে আমার
খেলছে যেন সাপের সনে
বলবো না গো বলবো না আজ
কি আছে এ মনে মনে॥

গান—৫

আমি উকিল না হয়ে যদি কোকিল হতাম
কুহু কুহু কুহু সুরে গান শোনাতাম
আর নথি পত্র যদি প্রেমপত্র হোত
প্রেমের সাগরে দোঁহে ডুবে মরতাম॥
আমি ছিলাম বাজপড়া একটি মরাগাছ
নদী হয়ে তাকে তুমি বাঁচালে কেন॥
আর আদালতটা যদি হত বৃন্দাবন
প্রেমের খেলায় নাগর হয়ে বাঁশী বাজাতাম
গোলাপ তো নয় ছিলাম আমি একটি
ঘেঁটু ফুল
ফুলদানিতে তাকে তুমি সাজালে কেন ?
প্রেম যদি বাঘা ওল আমি যে তেঁতুল
রসেরই চাটনী তাতে বানালে কেন ?
আর গোপিনিরা হোত যদি মুহুরী পিওন
তাদের নিয়ে যমুনাতে কেলী করতাম॥

পিয়ালীর পরের ছবি

সুমনা ভট্টাচার্য প্রযোজিত

দিশারী

মালা সিনহা • রঞ্জিত • উৎপল • রবি • চিন্ময় • তরুণ • পার্থ • মহুয়া

অনিল ঘোষের পরিচালনা

ভূপেন হাজারিকার সুর

পিয়ালী পিকচার্স-এর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা কর্তৃক ৩২, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচারিত। এ-আর পাবলিসিটি ১৭২, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।